এক বিরাট
শিল্পী সমন্বয়ে
শংকর ঘোষ নিবেদিত
জয়শ্রী পাইক প্রযোজিত
বৌমা

শংকর ঘোষ নিবেদিত

শ্রীমতি জয়শ্রী পাইক প্রযোজিত

জয়শ্রী সিনে আর্ট সের-এর

বৌমা

কাহিনী চিত্রনাট্য ও সংলাপ

অঞ্জন চৌধুরী

পরিচালনায় : সুজিত গুহ

সংগীত : কানু ভট্টাচার্য

সংগঠনে ঃ কার্তিক পাইক

অভিনয়ে : সন্ধ্যা রায়, রঞ্জিত মল্লিক, সমিত ভঞ্জ, সংঘমিত্রা, সন্ধ্যা রাণী, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী ব্যানার্জী রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, শেখর চ্যাটার্জী, আনন্দ মুখার্জী, সূর্য্য চ্যাটার্জী শতাব্দী রায় (অতিথি) প্রসেনজিৎ, অলোক চক্রবর্তী, অলোক ভট্টাচার্য্য, রথীন বসু, কৃষ্ণগোপাল, ব্যানার্জী, হারাধন চক্রবর্তী, রামজীবন, সুভাষ, সুনীল, মিন্টু, উজ্জ্বল প্রদীপ, পলাশ, বিশু, ও শচীন রায় চৌধুরি, স্বপন দে মাঃ পার্থ, অহির্বান, পিউকর, অভিজিৎ, সুবদেব, শেঠি, রফিক, জি গুলফানস্, এম কে আলি, রাধা আচার্য ও মাকরাণী, শুভংকর ঘোষ, নিতাই চক্রবর্ত্তী মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য অরুন মুখার্জী নির্মল রায়

নেপথ্য কণ্ঠে : কিশোর কুমার, আশা ভোঁসলে, অমিত কুমার, সাব্বির কুমার ও মহম্মদ আজিজ, (মুন্না)

আলোক সম্পাতে : ভবরঞ্জন দাস, তারাপদ মান্না, সুনীল শর্মা, কাশী কাহার, হংসরাজ, কাল্টু ভট্টাচায, বাউরি বন্ধু জানা, সতীশ হালদার দুখীরাম নস্কর, ব্রজেন দাস, অনিল পাল, বেনুধর বিসওয়াল, মঙ্গল সিং

প্রচার পরিকল্পনায় : তপন রায়, স্থির চিত্র: স্টুডিও বলাকা

প্রচার অংকনে : রূপায়ন, পরিচয় লিখন ও অঙ্কনে : দুলাল সাহা

সঙ্গিতগ্রহণে :—বি, এন শর্মা বম্বে ফ্রিম লেবটারিতে গৃহিত,

শব্দ গ্রহণ অনিল দাসগুপ্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী রঞ্জিত দত্ত বলরাম বারুই

শব্দ পুনয়োজনা : হিতেন্দ্র ঘোষ (রাজ কমল কলামন্দির)

সহকারি পরিচালনা : সমীর চক্রবর্তী, প্রিরতোষ লাহা

আলোক চিত্র : দেবেন্দ্র দে, অরুণ রায়, জনক, কেষ্ট, মোহন

সুর সৃষ্টি : ওয়াই এস্ মুলকি **শিল্প নির্দেশনা** রাম নিবাস ভট্ট্যাচার্য, অনিল পাইন, সম্পাদনা স্বপন গুহ, সুভাষ মাইতি, শব্দ গ্রহন বাবাজি, শ্যামল, বিনোদ রূপসজ্জাঃ নিমাই দে, বিমল সমাদ্দার মনতোষ রায় ব্যবস্থাপনায় কাত্তিক দাস, পুলক দাসগুপ্ত নিরঞ্জন মাইতি

কেশ বিন্যাস : অসিত দাসগুপ্ত সাজসজ্জা নিমাই দাস (দি নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাই)

প্রধান সহকারি পরিচালনা : সুনিল দাস

প্রধান কর্মসচীব : সুখেন চক্রবর্তী আলোক চিত্র : শক্তি ব্যানার্জী শিল্পনির্দেশনায় সূর্য্য চ্যাট্টার্জী

সম্পাদনা : শেখর চন্দ্র। প্রধান সম্পাদনা বৈদ্যানাথ চ্যাটার্জী, গীত রচনা : রঞ্জিত দে

ফাইট মাষ্টার : এফ মাক রানী (বম্বে)

রসায়নগারে : ফণীভূষন সরকার, দুলাল সাহা, কানাই ব্যানার্জী দিলীপ রায়, বীরেন দাস, বংশী রায়, নিরঞ্জন চ্যাটার্জী, তপন বোস, শম্ভু নস্কর শীতল চ্যাটার্জী, ভবতোষ ভট্টাচার্য্য প্রদ্যোৎ হালদার নীহার ঘোষ, কার্ত্তিক, সন্তোষ

নৃত্য পরিচালনা : মাধব কিষান (বম্বে)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : হরিপ্রিয় পাল, সোমনাথ পাল, খোকন দে, কৃষ্ণপদ ঘোষ, প্রীতি মজুমদার স্বরাজ ভট্টাচার্য্য মানস মুখার্জী (বম্বে) কান্নু ভাই (বম্বে) অসীত গাঙ্গুলী (বম্বে) কল্লোল সেনগুপ্ত, গোপাল ঘোষ মাখনলালা সাতনালিওয়ালা বাসুদেব চট্টোপাট্যায়, বিজয় দে, ত্রিনাথ বস্ত্রালয় (বেহালা) তাপস ঘোষ (রিজাভ ব্যাঙ্ক) পরিমল বোস নিখিল চক্রবর্ত্তী নির্মল ঘোষ, ডঃ এস পি ঘোষ, (ড্রিমল্যান্ড নারসিং হোম) শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মুখোপাধ্যায় শ্রীমতি রূপা মুখোপাধ্যায় প্রদীপ মুখোপাধ্যায় প্রদীপ্তা মুখোপাধ্যায় ও রাজদীপ

বিশ্ব পরিবেশনা ঃ

শংকর পিকচার্স

'বৌমা' ছবির সারাংশ

পিতৃভক্ত সুরজিৎ বাবার মনে দুঃখ দিয়ে কোনও কাজই করে না। কিন্তু হঠাৎ করেই নিতান্ত বিপাকে পড়ে কলকাতার আধুনিকা মেয়ে মৌমিতা কে সে রেজেস্ট্রী বিয়ে করে বসল। বিয়ের দিনই গ্রাম থেকে পারিবারিক ডাক্তার, ডাক্তারকাকুর কাছ থেকে টেলিগ্রাম পেলো তাড়াতাড়ি এসো। তোমার বাবা অসুস্থ। গ্রামের বাড়ীতে এসে সুরজিৎ জানতে পারলো তার বাবা তার বিয়ের পাত্রী শুধু নয়, দিনক্ষণও ঠিক করে রেখেছেন। বাবা অসুস্থ হার্টের রুগী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন এই মুহূর্তে সুরজিৎ বাবাকে বলতে পারলো না সে ইতিমধ্যেই বিয়ে করে বসে আছে। বাবার জীবন বাঁচাতে গিয়ে সুরজিৎ বাবার পছন্দ করা মেয়ে লক্ষ্মীকে আবার বিয়ে করল। বৌভাতের রাত্রে লক্ষ্মীকে সব ঘটনা খুলে বললো সুরজিৎ। কান্নায় ভেঙে পড়ল পিতৃমাতৃ হীনা লক্ষ্মী! লক্ষ্মীর পরামর্শ মতই তার পরিচয় গোপন করে তাকে বাড়ীর কাজ কর্ম করার জন্য নিয়ে আসে সুরজিৎ। মৌমিতা বুঝতেও পারে না বাড়ীর কাজে নিযুক্তা লক্ষ্মী সুরজিতের অগ্নি সাক্ষী করা স্ত্রী!

সুরজিতের ছোট ভাই অরিজিৎ বিনা অপরাধেই এক ব্যবসায়ীর চক্রান্তে খুনের দায়ে জেল খাটছিল। জেলে বসেই সে খবর পেয়েছিল দাদা সুরজিতের বিয়ে হয়েছে। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাবার সঙ্গে দেখা করে সোজা কলকাতায় চলে আসে দাদা বৌদির সঙ্গে দেখা করতে। মৌমিতাকে নিয়ে সুরজিৎ বেরিয়েছিল। বাড়ীতে ছিল একা লক্ষ্মী। লক্ষ্মীকেই বৌদি ভেবে প্রণাম করতে গেলে লক্ষ্মী পা সরিয়ে নিয়ে বলে আমি আপনার বৌদি নই। আমি এ বাড়ীতে কাজ করি।

ঐ রাত্রেই কিছু নাটকীয় ঘটনা ঘটে যায় বাড়ীতে। মৌমিতাকে বাবা দাদার জন্য কী করে পছন্দ করল ভেবে অবাকই হয় অরিজিৎ। বাড়ীতে ফিরে এসে বাবাকে জানায় সে কথা। বাবা তাকে দেখায় লক্ষ্মীর চিঠি যে চিঠি লক্ষ্মী তাকে প্রায়ই লেখে। হাতের লেখা দেখে চমকে ওঠে অরিজিৎ। এ তো সেই কাজের মেয়ের হাতের লেখা। ছুটে আসে অরিজিৎ কলকাতায়। পরে আসে তার বাবা। চূড়ান্ত নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে লক্ষ্মীর ভাগ্য নির্ধারিত হলো। লক্ষ্মী কি তার অধিকার ফিরে পেল? জানতে হলে পর্দায় দেখুন—'বৌমা''

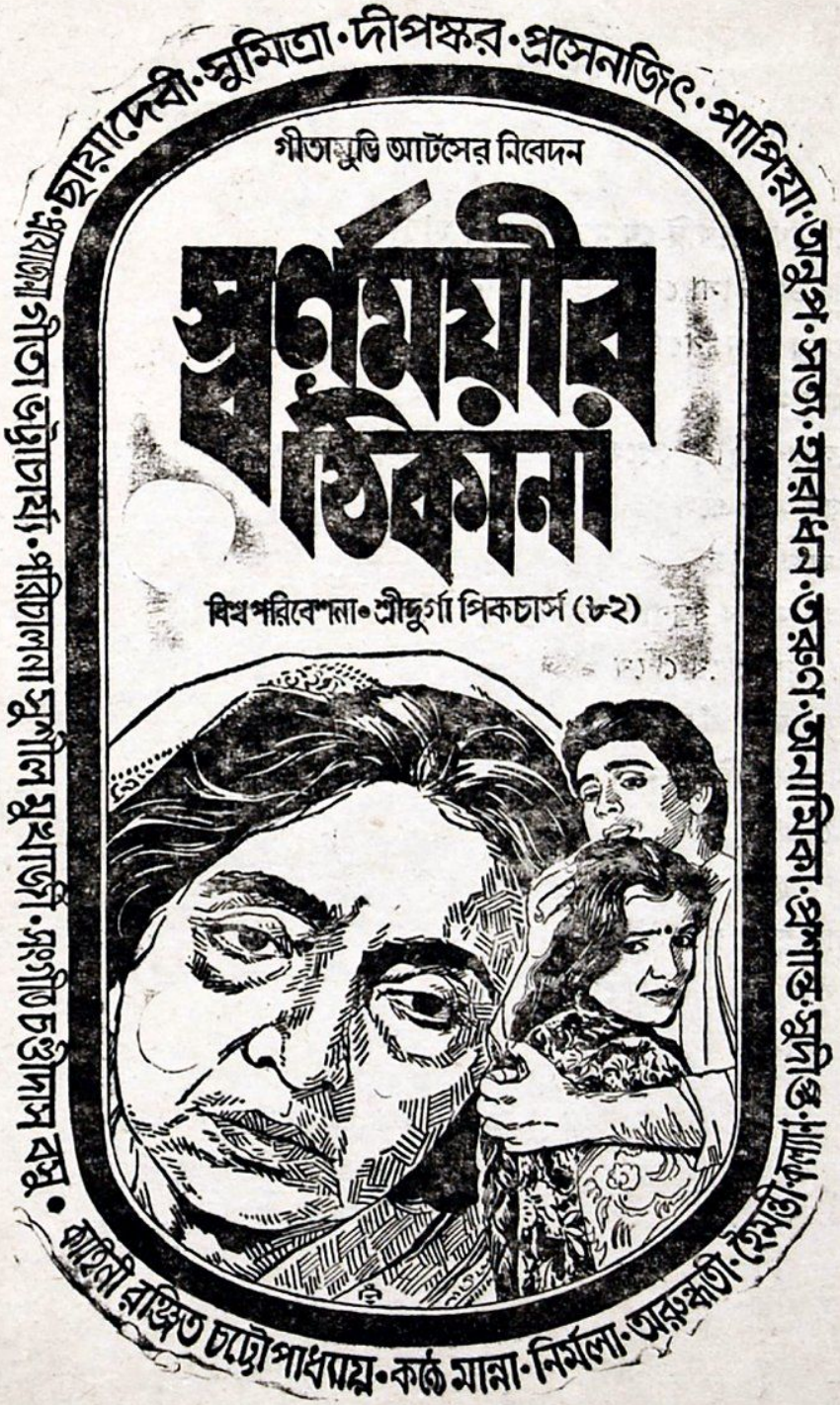

গান—৭

কিশোরকুমার

তোমার চোখে দেখেছি যে মায়ের স্নেহ ছায়া
এমন মধুর ভালবাসা কোথাও পাবোনা
মাকে আমার মনে পড়ে না
তুমি আমার মা
তুমি আলোর প্রদীপ জ্বেলে
যেন মায়ের মত এলে
শুধু মুখ বুজে আজ
সইছো কত নীরব যন্ত্রণা
আমি তোমায় দেখে দেখে
যাই মায়ের ছবি এঁকে
তুমি যেন মোর চিরদিনের
দুঃখিনী সেই মা।
তুমি সবার দুঃখে দুঃখী
তুমি সবার সুখে সুখী
তোমার বুক ভরা এই মমতার
নেই যে তুলনা।

গায়ক—কিশোর কুমার কথা—রঞ্জিত দে

গান—১

পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতা জগতের আলো
তার সে চোখ দিয়ে দেখেছি মন্দ ভালো
চলার পথে ধ্রুবতারা হয়ে সে
নয়ন সম্মুখে আজো সে রয়েছে
তারই প্রেরনায় তারই মমতায় জীবন সুন্দর হলো
পিতা স্বর্গ-পিতা ধর্ম্ম পিতা পরমগুরু—
তারই আশিষ নিয়ে
এই জীবনের পথ চলা মোর শুরু
আঘাত যতো নিজের বুকে নিয়ে-সে
আমায় শুধু ভালোবাসা দিয়েছে—
হে-মোর অন্তর শুধুই নিরন্তর
তারই ধ্যানে ভরে তোলো

গান—৩ গায়ক—আশা ভোঁসলে

ও ডীয়ার আজ কি আর কথা বলবেনা
মেঘলা মুখে একলা অমন বসে থাকা চলবে না
জীবনটা দুদিন আছে হঠাৎ নিভেযাবে
সময় চলে গেলে পরে আর কি ফিরে পাবে
দোহাই তোমার অভিমানের ঘোমটা কি আর খুলবে না
একটু খানি বসলে না হয় আমার কাছে সরে
আমায় তুমি নাও না ওগো তোমার মতন করে
আচ্ছাবাবা দু'হাত জুড়ে ক্ষমাই চেয়ে নিলাম
তুমি না গো আমিই না হয় আরো কাছে এলাম
এতেও কিগো অভিমানের বরফ কি আর গলবে না

গান—২ গায়ক—সাব্বির কুমার

এই সবুর করনা ভাই—
মোগলাই খানা-যে
চাইনিজ আর ইংলিশ
তাও হবে আনা-যে—আনা-যে।
বাঙালীর ভোজ—তারও পাবে খোঁজ ।।
শুনে নাও-শুনে নাও-ভোজনের ফর্দ
শুনেই ভোজন হবে অর্ধ।
চাইনিজ স্টু আর—চাউ-চাউ থাকবে
প্রণ পকোড়া আর—চাউমিন লাগবেই।
কিরে জমবে না ।।
চিকেন তন্দুরী আর—বিরিয়ানী কোর্মা
থাকবে যে বাঙালীর পটলের দোর্মা।

ভেটকির ফ্রাই হবে—ইলিশের ঝাল যে
মটন—কবিরাজী—চিকেনের রোষ্ট টাও।
মনেরেখে নিজেদের পেটটার হাল যে
কবজি ডুবিয়ে ভাই—
আরাম সে খেয়ে যাও
খেয়ে যাও-খেয়ে যাও-খুব খেয়ে যাও
জনাই এর মনোহরা মেল্লাচকের দই
বাঁকুড়ার কালাকাঁদে
লেগে যাবে-হই চই হই চই, হই চই, হই চই।
তুল তুলে রসে ভরা—আছে রসগোল্লা
ভীমনাগ শেষ পাতে যে মেরে দেবে-কেল্লা ॥

গান—৪ গায়ক—কিশোর কুমার

ফিরে এলো না আর সে চলে গেল যে
ফিরে যাবে কোনদিনও ভাবিনি আমি
সে আমায় দুঃখ দেবে তাকি জানি
সব রঙ মুছে নিয়ে আকাশটা মেঘে মেঘে সাজে
বরষার সুর নিয়ে—
এ বুকে যে ব্যাথাটুকু বাজে ॥
খেয়ালী সে মন নিয়ে ভাবেনা যে
এ ব্যথা আমার যে কতখানি
দৃষ্টি প্রদীপ জেবলে
হারালে তাকেই যদি পাই
বলে যাবো চুপি চুপি
ফিরে এসে এই টুকু চাই ॥
আমার প্রান্ত ধরে চরণ চিহ্ন এঁকে এঁকে—
ফেরারী হয়েছে সে
চলে গেছে স্মৃতিটুকু রেখে।
আমায় কেন যে সে বোঝেনা যে
ভালোবাসি আমি তাকে কতখানি
ফিরে এলো না আর সে চলে গেল যে।

গান—৫ গায়ক—আশা ভোঁসলে

জাগ্রত অন্তর যামী তুমি আছ জানি
নিশিদিন যামী—
তুমি মোর জীবন স্বামী
অক্ষয় কর মম সিদুর সিঁথিতে
বুক যেন ভরে থাকে
প্রেম আর প্রীতিতে ॥
পথ খুঁজে ফিরে তাই
দিশাহারা কোথা যাই
তুমি আছ তাই শুধু জানি
ও জাগ্রত অন্তর যামী।
পঙ্গু যে লংঘায় গিরি তব করুণায়
দুঃখীরে কর সুখী
তোমারই সে মহিমায় ॥
তাপিত হৃদয় মম তুমি মোর প্রিয়তম ॥
তবপদে আমি অনুগামী
ও জাগ্রত অন্তর যামী।
অন্ধকারের রাত তব আলো পরশে
দুর হয়ে যত গ্লানি
জ্যোতি হয়ে বরষে।
তুমি ভয় ভঞ্জন কর দুঃখ মোচন
তুমি মোর হৃদয়-স্বামী
ও জাগ্রত অন্তর যামী।

গান—৬

গায়ক—অমিত কুমার ও আশা ভোঁসলে

রিঙকু ॥ আজ যাই—কালকে আবার দেখা হবে এইখানে
বাকী কথা থাক বাকী
ও বাকী কথা থাক বাকিই প্রাণে
আজ যাই—কালকে আবার দেখা হবে এইখানে
অরিজিৎ ॥ সবই যে হায় আজকে কেমন—হো-হো হো
লাগছে ভাল কি যে হে—
খুশীর হাওয়ায় হাঠৎ কখন
হারিয়ে গেলাম নিজে ॥
আমি বারে বারে আসবো যে তাই।
ভালবাসারই টানে
রিঙকু ॥ আজি যাই কালকে আবার দেখা হবে এইখানে
তুমি এলে ভীরু মনে ॥
কাঁপন লাগে তাই যে
দুয়ার খুলে পা বাড়ালাম ॥
উধাও হতে চাই যে ॥
অরিজিৎ ॥ অন্ধকারে বন্দী ছিলে হে-হে-হে
এই তো হলো বেশ তো
খোলা আকাশ সামনে এ পথ
জানিনা তারও শেষতো
আমি তোমায় পেয়ে পেলাম খুঁজে
এই জীবনের মানে
রিঙকু ॥ আজ যাই কালকে আবার দেখা হবে এইখানে
বাকী কথা থাক বাকী, ও বাকী কথা থাক বাকী প্রাণে

গানগুলি লিখেছেন শ্রীরঞ্জিত দে

শংকর পিকচারের ব্যবস্থাপনায়
পরবর্তী ছবি

দীপঙ্কর, প্রসেনজিৎ, ছায়া দেবী ও
পাপিয়া অভিনীত
গীতা মুভি আর্টসের

স্বর্ণময়ীর ঠিকানা

পরিচালনায়—সুশীল মুখার্জী
সঙ্গীত—চণ্ডীদাস বসু
বিশ্ব পরিবেশনায়—শ্রীদুর্গা পিকচার্স (৮২)

বুকিং—শংকর পিকচার

আপনার প্রিয় চিত্রগৃহে শুভমুক্তি আসন্ন

তপন রায় কর্তৃক প্রচারিত ও কমলা প্রিন্টার্স, কলিকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।